গাংনীতে অফিস সহকারি রেজাউল হকের বিরুদ্ধে ঘুষ বানিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর রেজাউল হকের বিরুদ্ধে ঘুষ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে।

গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক পেনশনরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। পারিবারিক পেনশন চালু করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে অফিসে আসলে সুযোগ বুঝে মোটা অংকের টাকা ঘুষ চেয়ে বসেন অফিস সহকারি রেজাউল হক।

এবিষয়ে রেজাউল হকের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী নাসরুল্লাহ আল জাদীদ নামের এক ব্যাক্তি। তবে ঘুষ নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারি মো: রেজাউল বলেন, আমি ষড়যত্ন্রের মধ্যে পড়েছি।

তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রিতম সাহা।

জানাগেছে, ২০১১ ইং সালে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার পদে যোগদান করেন মো: রেজাউল হক। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে একই প্রতিষ্ঠানে তিনি কর্মরত থাকা অবস্থায় অফিসে কাজ নিয়ে আসলে শিক্ষকদের নানা ভাবে হয়রানী করে আসছেন রেজাউল হক। রেজাউল হকের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মাঝেমধ্যে শিক্ষকদের মুখে শোনাযায় নানা গুঞ্জন। তবুও তিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বহাল তবিয়তে চাকুরি করে চলেছেন একই প্রতিষ্ঠানে । এনিয়ে নানা প্রশ্ন জনমনে।

লিখিত অভিযোগে জানাগেছে, গত-১৪/২/২০২৪ তারিখে পেনশনরত অবস্থায় মৃত্য বরণ করেন উপজেলার বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আবু তাহের। তার মৃত্যুর পর চলমান পেনশন তার স্ত্রীর নামে চালু করার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন। উক্ত কাগজপত্র জমা নেয়ার সময় ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করেন অফিস সহকারি রেজাউল হক। কাগজ জমা দেয়ার

মুহুর্তে ২ হাজার টাকা অগ্রীম জমা নেন রেজাউল হক। বাঁকী টাকা পরিশোধ করার পর কাগজপত্র সম্পন্ন করা হবে বলে জানান রেজাউল হক। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষকদের মধ্যে জমা বাধে ক্ষোভ।

গতকাল সোমবার (৪ মার্চ) দুপুরে প্রয়াত শিক্ষক আবু তাহেরের ছেলে নাসরুল্লাহ আর জাদীদ অফিস সহকারি রেজাউল হকের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে অফিস সহকারি রেজাউল হকের ঘুষ বানিজ্য ও অন্যান্য দুর্নীতি ক্ষাতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানানো হয়।

ভুক্তভোগী নাসরুল্লাহ আল জাদীদ জানান, আমার বাবার পেনশনের টাকায় আমাদের সংসার চলে। বাবার মৃত্যুর পর আমরা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছি। এমুর্তে বাবার পেনশনের টাকা ছাড়া সংসারে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি কয়েকদিন আগে বাবার পেনশনটি আমার মায়ের নামে পরিবর্তন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যায়। অফিসের সহকারি মো: রেজাউল হক আমাদের পরিবারের অসায়ত্নকে পুঁজি করে ১০ হাজার টাকা দাবী করেন। আমার কাছে মাত্র ২ হাজার টাকা ছিল আমি কাজ শুরু করতে বল্লে সেই ২ হাজার টাকা নিয়ে নেন। বাঁকী টাকা পরিশোধ করা হলে কাজে হাত দেবেন বলে জানান অফিস সহাকির মো: রেজাউর হক। বিষয়টি আমি আমার বাবার অন্যন্য সহকর্মিদের জানালে তাদের মধ্যে ক্ষোভ শুরু হয়।

এবিষয়ে সকলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরারবর লিখিত অভিযোগ করতে পরামর্শ দেন। আমি সে মোতাবেক গতকাল সোমবার লিখিত অভিযোগ করেছি। তিনি আরও জানান, শুধু আমি নয়, আমার মত অনেক মানুষই রেজাউল হকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন কাজ নিয়ে দিনের পর দিন হয়রানী হলেও অনেকেই মুখ খলতে চাইনা। আমি ওই কর্মচারীর বিচার চাই। তাছাড়া তিনি একই প্রতিষ্ঠানে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন কিভাবে এমন প্রশ্ন করেন সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে।

তবে অফিস সহকারি রেজাউল হক ঘুষ নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, আমি কোন টাকার দাবী করিনি। আমার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা ষড়যন্ত্র করছেন। এসময় অফিসে শিক্ষকদের আনাগোনা দেখে অফিস ছুটির আগেই দ্রত অফিস থেকে সটকে পড়েন রেজাউল হক।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, ঘুষ নেয়ার বিষয়টি আমাকে জানানো হলে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরারবর আবেদন করতে বলেছি। তবে একজন শিক্ষকের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে জিম্মি করে ঘুষ দাবী করা খুবই দুঃখ জনক। আমিও এর সুষ্ঠ

বিচার দাবী করছি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ নাসির উদ্দীন বলেন, আমার অফিসের অফিস সহকারি রেজাউল হকের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি আবেদন করেছেন আবু তাহেরের ছেলে নাসরুল্লাহ আল জাদীদ। উক্ত আবেদনটি আমার বরাবর প্রেরণ করেছেন। আমি একটি তদন্ত কমিটি করে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখবো। এর সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের সাথে অলাপ করে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে জানাতে পারবো॥

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, আমার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব॥

গাংনী এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর এম বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে সকালে এম বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সদ্য সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, রেজুলেশনে আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বিধি বহির্ভুতভাবে গোপনে বিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করে যশোর শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করেছে।

বিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের যে বিধান, খসড়া ভোটের তালিকা, চুড়ান্ত ভোটের তালিকা, ছাত্র ছাত্রীদের পড়ে

শোনানো হয়নি। এছাড়া নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওই রেজুলেশনে আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে খসড়া ও চুড়ান্ত ভোটার তালিকা করেছেন। অসাধু উপায়ে টাকার লেনদেন করে আব্দুর রব নামের একজনকে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রেরণ করেছে। সেটা জানার পরে আমি যশোর শিক্ষা বোর্ডে বিদ্যালয় পরিদর্শককে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন শিক্ষা বোর্ড।

অবৈধ প্রক্তিয়ায় জড়িত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনসহ এর সাথে জড়িত সবাইকে কঠোর শাস্তির দাবী করছি। এসময় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীকে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান, মামলা দায়ের ও মোটরসাইকেল জব্দ

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ঝটিকা অভিযানে চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেল আটক ও মালিককে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের কাথুলি মোড় ও মালশাদহ নামক স্থানে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

এ সময় হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোসহ মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এসময় চারটি গাড়ির মালিককে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। প্রতিদিনই আমরা অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত অবৈধ মোটরসাইকেলসহ যে সমস্ত মোটরসাইকেলে চালক হেলমেট বিহীন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন চলাচল করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

মুজিবনগরে ঘাস মারা বিষ পানে এক ব্যক্তির আত্ম*হ*ত্যা

মুজিবনগর ঘাস মারা বিষ (সবুজ ধ্বংস) পানে আত্মহত্যা করেছে মাবুদ
(৩৫) নামের এক ব্যক্তি।

মাবুদ মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের কলিমুদ্দিনের ছেলে সে দীর্ঘ ৭ বছর সৌদি আরবে ছিল। গত ৮ মাস আগে অবৈধ থাকা অবস্থায় সৌদি পুলিশের হাতে আটক হয়ে দেশে ফেরত আসে। বিদেশে থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনে ভালোবেসে পপি খাতুন নামের এক মেয়েকে বিয়ে করে।

হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা আনতে না পারার কারণে সে মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। গতকাল রবিবার সকাল দশটার সময় সে বিষ পান করে। পরিবারের সদস্যরা তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যালে রেফার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক তাকে বাঁচানো সম্ভব নয় বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আজ সোমবার সন্ধ্যায় অ্যাম্বুলেন্স যোগে বাড়ি পৌঁছানোর পর পুনরায় অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে আবারো মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

মেহেরপুরে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

একটি মামলায় আদালত কর্তৃক ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাদাদ হোসেনকে (৫০) গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরের দিকে তাকে হ্রেফতার করে আদালতে নিলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

সাদাদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের নবীছুদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাদাদ হোসেনের নামে ২/১৩ ইং মামলায় ৩ মাসের কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। সে থেকে দণ্ডিত সাদাদ হোসেন পলাতক ছিলেন।

সদর থানার এএসআই বাশার তাকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দেন।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইন্নাল হক (৪৮) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে বল্লভপুর গ্রামের কেদারগন্জ দর্শনা সড়কের বল্লভপুর সিনেমা হল নামক স্হানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইন্নাল হক রামনগর গ্রামের নবিছদ্দিনের ছেলে। তিনি একটি বালুগাদায় শ্রমিকের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান,বল্লভপুর গ্রামের সনি এর বালুগাদায় কাজ শেষে রাস্তার ওপারে দাড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। কথা শেষ করে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওরিয়ন ঔষধ কোম্পানির এমআর শাহরিয়ার এর মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ইন্নাল। তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুস সাকিব জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, ঘটনা স্হলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারে পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্ঘটনা ঘটানো মোটরসাইকেলটি বর্তমানে থানা হেফাজতে আছে।

মেহেরপুরে এনজিওর ঋণে স্বর্বশান্ত, কিস্তি না দিতে পেরে আত্ম*হ*ত্যা

মুজিবনগরে এনজিও ঋণের কিস্তির চাপে দিশেহারা নুরজাহানা খাতুন
(৪২) গলাই ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অপরদিকে গাংনীতে ঋণের কিস্তির টাকা দিতে না পেরে বিষপান করেছেন রিপন হোসেন (৩২) নামের এক মাংস বিক্রেতা।

গাংনীর মাংস বিক্রেতা রিপন হোসেন বেঁচে গেলেও মারা গেছেন গেছেন মুজিবনগরের গৃহবধূ নুরজাহান।

নুরজাহান বেগম মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের নুর আলীর স্ত্রী। রিপন আলী গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, অভাব অনটনের থেকে মুক্তি পেতে নুরজাহান বেগম প্রায় ১৪/১৫ টি এনজিও থেকে ঋণের টাকা নিয়েছেন। ঋণের টাকায় স্বাবলম্বী না হয়ে অরও দরিদ্র হয়ে পড়েছে পরিবারটি। প্রতিদিনই দুই তিনটা এনজিও”র প্রতিনিধিরা ঋণের কিস্তি নিতে তার বাড়িতে আসেন। একদিকে অভাব অনটন অন্যদিকে কিস্তির চাপ। এনিয়ে তার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। গতকাল রবিবার (৩ মার্চ) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয়। পরে ঘরের মধ্যে গিয়ে আড়ার সাথে গলাই ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এসময় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম মৃত্যু ঘোষনা করেন।

এদিকে একই দিনে বিকালে গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মাংস বিক্রেতা রিপন হোসেনের কাছে একটি এনজিও প্রতিনিধি ঋণের কিস্তি নিতে আসেন। এসময় ওই প্রতিনিধিকে সন্ধ্যার দিকে আসতে বলেন। এনজিও প্রতিনিধি চলে গেলে রিপন আলী নিজ ঘরে গলাই ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে সামান্য উন্নতি হলে বাড়ি এসে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলাগ্রামে হেরিং বন্ড (এইবিবি) স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

গতকাল শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর যোগসাজগে ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের হাল মাঠের রাস্তায় হেরিং বন্ড করার সময় নিম্ন মানের ইট ও কাঁদাযুক্ত বালি দিয়ে রাস্তা করার অভিযোগে গ্রামের লোকজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করে দেন তিনি। এদিকে নিম্নমানের মালামাল অপসারন করে বিধি মোতাবেক কাজ করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি।

এদিকে স্থানীয় সমাজ সেবক খোরশেদ আলম খুশি মিয়া রাস্তায় নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের দাবি করলে ঠিকাদারের ক্যাডার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে পলাশ তাকে লাঞ্চিত করে। এসময় গ্রামবাসির সাথে ঠিকাদারের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

জানা গেছে,দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্পের আওতায় (২য় পর্যায় প্রকল্প এইবিবি) গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে দুটি মাঠের রাস্তা রয়েছে।

একটি রাস্তার ঠিকাদার মেহেরপুরের ইসমাইল হোসেন অপরটি সাবেক সংসদ সদস্য মো: সাহিদুজ্জামান খোকনের ভাতিজা তেরাইল গ্রামের রিটু।

ধলা মাঠের রাস্তাটি প্রায় ৮০ লাখ টাকা ব্যায়ে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ পায় মেহেরপুরের ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন। কাজটির শুরুতে কাঁদাযুক্ত বালি নিম্নমানের ইট ও বিধি মোতাবেক কাজ না করার অভিযোগ উঠে। এনিয়ে ঠিকাদার সহ তার লোকজনের সাথে কয়েক দফায় গ্রামবাসির সাথে বাকবিতন্ডের ঘটনা ঘটে।

কাথুলী ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল বারী বলেন, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করায় এলাকাবাসি অভিযোগ তুললে ঠিকাদারের ক্যাডার বাহিনী খোরশেদ আলম খুশি নামের এক সমাজ সেবককে লাঞ্চিত করে। এঘটনায় ঠিকাদার ও তার ক্যডার বাহিনীর বিচার দাবি করেন তিনি।

ধলা গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, রাস্তায় ইট ও বালি নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠিকাদারকে বললে চাঁদাবাজির মামলার হুমকি দিচ্ছে।

৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, সরকার ১ নং ইট ও উন্নত মানের বালি ও বিধি মোতাবে পানি ব্যবহার করতে নির্দেশনা দিলেও ঠিকাদার নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন বলেন,এই রাস্তার জন্য কৃষক থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের মানুষ চরম দূর্ভোগে ছিলো। এলাকাবাসির প্রত্যাশা ছিলো সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ হবে কিন্তু ক্ষমতার দাপটে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে।

সমাজ সেবক খোরশেদ আলম খুশি বলেন, সরকারী টাকা তসরুপাত হচ্ছে এটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্চিত হয়েছি। কি আর বলবো। এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান আমার নির্বাচনী এলাকা ৫ নং ওয়ার্ড রাধাগোবিন্দ পুর ধলাতে হেরিং বন্ডের কাজ চলছে এই কাজের ইট বালি মান খারাপ হওয়ায় স্থানীয় রা কাজটি বন্ধ করে দেয়।

পরে ঠিকাদারের সাথে একটু ঝামেরা তৈরী হয় তৎক্ষনাৎ খবর পেয়ে ছুটে যায়, এবং উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশনায় কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে। কথা বলতে রাজি হননি ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি প্রথমে কেটে দেন পরে আবারো কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, নিম্নমারে সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, কোন ভাবেই নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবেনা। সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে বিল বন্ধ সহ এ বিষয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের বদনাম হয় এমন কাজ কোন ভাবেই করতে দেয়া হবেনা।

ঠিকাদার ও সড়ক বিভাগের গাফিলতিতে এখন ধুলার শহর গাংনী

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলার শহরে পরিনত হয়েছে। সড়ক বিভাগের গাফিলতির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও প্রতিদিন পানি না ছিটানোর জন্য দিনের বেলায় অন্ধকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহর।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এই জনপদ। শহরে উড়ছে ধুলা-বালু। ধুলার কারনে গাংনী উপজেলা শহরে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। রাস্তায় নেমেই নাকাল হচ্ছেন শহরবাসী। নাকে-মুখে, চোখে ধুলা ঢুকে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে জনজীবন।

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ-বালাই। বিশেষ করে অ্যাজমা, এলার্জি, কাশিসহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন দূষণে চরম হুমকির মুখে উপজেলার জনস্বাস্থ্য।

এদিকে রাস্তা নির্মান কাজের ধীরগতিতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সড়ক ও জনপদের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন এ অবস্থা দেখার কী কেউ নেই?

গাংনী সিনেমা হলপাড়া এলাকার বাসিন্দা আরোজ আলী ও দোকানী বাদল মিয়া বলেন, প্রধান সড়কের পাশে হাটু পর্যন্ত ধুলা জমেছে। যানবাহনগুলো যাওয়ার সাথে সাথে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এলাকা। দোকানের মধ্যে এমন কি বাসা বাড়িতেও ধুলায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল শিক্ষক আবু হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলাফেরা করছি। ব্যবসায়ী আনারুল মিয়া ও সেন্টু আলী বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের কর্মকর্তারা গাড়িতে এসি লাগিয়ে চলাফেরা করেন। এগুলো তাদের চোখে পড়েনা? প্রশ্ন করে বলেন, ট্যাক্সের টাকা যদি জনগণের কাজেই না লাগে তাহলে, কেন আমরা ট্যাক্স দেব?

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার রিন্টু মিয়া বলেন, রাস্তার উন্নয়ন

কাজ চলছে একটু সমস্যা হবে সেটা আমরা জানি। কিন্তু, রাস্তার পাশে খুড়ে সেখানে বালি খোয়া ভরাট না করে ফেলে রেখেছে। খোয়া নির্দিষ্ট পরিমান না দিয়ে শুধু স্থানীয় বালি দেওয়ার কারনে ধুলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভােগের কর্মকর্তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিশিরপাড়া গ্রামের আনসার আলী ও মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। এই ধুলার মধ্যে প্রতিদিন গাংনী শহরে যাওয়া আসা করতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিকশাচালক হান্নান মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরেই রাস্তার এ অবস্থা। আমরা রিকশা চালকরা সবচেয়ে বেশি বিপদে আছি। ধুলাবালির কারণে রিকশা চালাতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। ধুলাবালিতে মাস্ক ব্যবহার করি, কিন্তু কতক্ষণ আর মাস্ক পড়ে থাকা যায়?

গাংনী শহরের ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম ও ফুটপথের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন বলেন, সড়কটির কাজ হচ্ছে একেবারেই কচ্ছপ গতিতে। কাজে গতি আনার উদ্দোগ নিতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের জন্য যে পরিমান ধুলা হয় সেটা বন্ধ করতে হলে সড়ক ও জনপদ অফিসের মাধ্যমে দিনে অন্তত্য তিন বার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ৫/৬ মাস এ অবস্থায় থাকলেও মাসে একদিন পানি ছিটানো হচ্ছে না।
দ্রুত সড়কটি মেরামতের কাজ শেষ করে ধুলা থেকে মুক্তি চান গাংনীবাসি।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ) সূত্রে জানা যায়,প্রায় আট শ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের তিনটা প্যাকেজে আট কিলোমিটার ফোর লেনসহ নির্মাণ কাজ চলছে। যা মেহেরপুরের গাংনী অংশে প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে ব্যায় ধরা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শহরে প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার ফোরলেন রাস্তা নির্মাণ হবে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল আল মারুফ বলেন, ধুলাবালি মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধুলাবালির কারণে অ্যাল্যার্জিক রাইনাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, বাধাজনিত শ্বাসরোগ, চোখ ওঠা, নিউমোনিয়া, রেসট্রিকটিভ লাঞ্চ ডিজিজ, ফুসফুস বা শ্বাসনালীর অন্য যে কোনো রোগ থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধুলার দূষণ এসব রোগের অন্যতম কারণ। এতে

মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।’

এবিষয়ে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, রাস্তায় ধুলাবালি রোধ করতে নিয়মিত পানি ছিটানোর নির্দেশ রয়েছে। ঠিক আছে আমি ঠিকাদারকে বলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করছি।

ঠিকাদার জাহিরুল লিমিটেডের মালিক জহিরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে একবার কল রিসিভ করলেও কথা না বলে কেটে দেন। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মুজিবনগরে দুর্বৃত্তদের হামলায় ইউপি সদস্য আহত

মুজিবনগরে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মোনাখালী গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলম এর ছেলে হাবিবুর রহমান হাবিব।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মোনাখালী গ্রামের পূর্বপাড়ায় মিন্টু মিয়ার বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী মোনাখালী গ্রামের পূর্বপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে প্রবাসি মিন্টু মিয়ার স্ত্রী ফিরোজা খাতুন জানান, তার মেয়ে বিদিয় হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে এজন্য তাদের আত্মীয় ওয়ার্ড মেম্বার হাবিবুর রহমান হাবিবকে দাওয়াত দিয়েছিলাম সন্ধ্যায় হাবিবুর রহমান আমাদের বাড়িতে আসলে মোনাখালীর মধ্যপাড়ার ফারদেস এর ছেলে সুজন এবং সজল এবং ফিহাজের ছেলে রাশেদ ও শিশির জোরপূর্বক তাদের বাড়ি প্রবেশ করে আচমকা হাবিব মেম্বারকে আক্রমণ করে এবং তাকে কিল ঘুষি সহ বিভিন্ন ভাবে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। আমরা মহিলারা নিরুপায় হয়ে মেম্বারকে বাঁচাতে বটি হাতে তাদের তাড়া দিলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমরা তাকে উদ্ধার করি এবং পুলিশকে ফোন দিলে পুলিশের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ বিষয়ে আহত ওয়ার্ড সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব আমাদের জানান, আমি দাওয়াত খেতে মোনাখালী পূর্ব পাড়ার মিন্টু মিয়ার বাড়িতে যাই এ সময় মিন্টু মিয়ার মেয়ে জামাই এর কথা বলছিলাম হঠাৎ সুজন, সজল রাশেদ, শিশির সহ আরো কয়েকজন মিন্টু মিয়ার বাড়িতে ঢুকে কোন কিছু না বলেই আমাকে আক্রমণ করে এবং প্রথমে একটি হাতুড়ী দিয়ে আমার হাতে বাড়ি দেয় এবং কিল ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারতে থাকে আমাকে বাঁচাতে বাড়ির মহিলারা এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায় আমি তাদের সহায়তায় পুলিশকে ফোন দিই এবং পুলিশ এসে আমাকে উদ্ধার করে হসপিটাল এ নিয়ে আসে।

তিনি আরো বলেন কিছুদিন আগে সুজন ও সজলের পিতা ফারদেসের বিরুদ্ধে ছাগল চুরির বিচার আমি করেছিলাম। সে সময় তারা বিচার টি না মেনে চলে যায়। আমার মনে হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমার উপরে হামলা।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের মোবাইল নাম্বার না পাওয়ার কারণে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, ঘটনা শোনার পরে মুজিবনগর থানার একটি টিম সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত পৃর্বক আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।